তারিখ 03 MAR 2016
পৃষ্ঠা ৭৭ কলাম ২

সংবাদ

একটি রাস্তার জন্য যমেক ক্যাম্পাসে চালু করা যাচ্ছে না শিক্ষা কার্যক্রম!

যশোর অফিস

যশোর মেডিকেল কলেজের (যমেক) একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ দুই বছর আগে সম্পন্ন হলেও আজও ক্যাম্পাস চালু করা হয়নি। কলেজের প্রবেশের রাস্তা নির্মাণের অভাবে নিজস্ব ক্যাম্পাসে কার্যক্রম শুরু করতে পারছে না যমেক কর্তৃপক্ষ। এ অবস্থায় দ্রুত নতুন ক্যাম্পাস চালুর দাবিতে মঙ্গলবার মানববন্ধন করেছেন শিক্ষার্থীরা। যশোর মেডিকেল কলেজের প্রশাসনিক বিভাগ সূত্র মতে, ২০০৮ সালে কলেজের অনুমোদন পাওয়ার পর ২০০৯ সালে শহরতলীর হরিণার বিলে ২৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। ২০১০ সালে প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু করে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালের শেষের দিকে ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হয়। পরে কলেজে বিদ্যুত সরবরাহের জন্য একটি সাবস্টেশন, পানির পাম্প এবং ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ইতিমধ্যে এসব নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। নির্মাণাধীন রয়েছে একটি ছাত্র হোস্টেল ভবন।

দু'বছরেরও বেশি সময় আগে কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হলে প্রবেশের প্রধান সড়কটি পাকা না হওয়ায় নির্মিত ভবনে ক্লাস শুরু করা যাচ্ছে না। অথচ প্রায় দু'বছর ধরে পড়ে থাকায় সেখানে থাকা কিছু যন্ত্রাংশ ও প্রয়োজনীয় জিনিস নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

যশোর গণপূর্ত বিভাগের উপ-সহকারী প্রকৌশলী তরিকুল ইসলাম জানান, দু'বছরের বেশি আগে কলেজের ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। তবে এখনো কলেজ কর্তৃপক্ষ ভবনটি বুঝে নেয়নি। এখন ভবনের ডিস্টেম্বারে নোনা লাগা শুরু হয়েছে। ব্যবহারের অভাবে 'নষ্টে'র পথে ২৪টি এসি। 'ত্রুটি' দেখা গেছে লিফটেও। বিদ্যুতের যন্ত্রাংশও 'নষ্ট' হওয়ার উপক্রম। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান হাসান ইন্টারন্যাশনালের কাজ তদারকিতে নিয়োজিত ইকতিয়ার আহম্মেদ কালুও বিষয়টি স্বীকার করেছেন।ক্যাম্পাস চালুর দাবিতে মঙ্গলবার শিক্ষার্থীরা যশোর শহরের দড়াটানা মোড়ে মানববন্ধন করেছে। এতে অংশ নেওয়া তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী রায়হান কবির, শেখ রাফিত রহমান ও ইম্মে হাবিবা মৌসুমী জানান, বিভিন্ন সময়ে তারা একাধিকবার নিজস্ব ক্যাম্পাস চালুর দাবি করেছেন। কিন্তু শুধুই আশ্বাস পেয়েছেন। ক্যাম্পাস চালু না হওয়ায় তাদের পাঠ গ্রহণ, ব্যবহারিকসহ লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে।এব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. আবু হেনা মোহম্মদ মাহাবুব উল মাওলা চৌধুরী জানান, ২০১০ সালের ১০ সেপ্টেম্বর যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের অস্থায়ী ক্যাম্পাসে ৫৩ জন শিক্ষর্থী নিয়ে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে ইন্টার্নিসহ ছয়টি ব্যাচে মোট সাড়ে চারশ শিক্ষার্থী রয়েছে। নিজস্ব ভবন না থাকায় অস্থায়ী ভবনে শিক্ষার্থীদের ক্লাস করানো হচ্ছে।